যায়যায়দিন

তারিখ 14 JAN 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

আবারো শিক্ষকের ওপর হামলা!

ছাত্রলীগকে সামলান

একটি জাতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রাখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা শিক্ষাব্যবস্থা। আর যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের অপরাধ ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে তখন তার যে বুমেরাং প্রভাব সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার ওপর পড়ে তা নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর। যা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। অথচ বর্তমানে নানা সময়ে, বিভিন্ন ইস্যুতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে বিশৃঙ্খল এবং মারামারি, অঘটন, অত্যাচারের মূল আখড়া। যেন এগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত ৪ মাস ধরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরে ১১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আবারো শিক্ষকের ওপর শিক্ষার্থীর যে হামলা হলো তার প্রতি আমরা নিন্দা প্রকাশ করছি। কেননা যে কোনো শিক্ষকের ওপর এই ধরনের হামলা কোনো সভ্য মানুষের পক্ষে শোভা পায় না। যা আমাদের দেশের তথাকথিত ছাত্র নামধারী ক্যাডাররা নির্দ্বিধায় করতে পারে। সম্প্রতি আবারো কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইবি) গত শনিবার বিকাল ৩টার দিকে শিক্ষক লাউঞ্জে ঢুকে ইটপাটকেল ছুড়েছেন একদল শিক্ষার্থী। এ সময় তারা ভাংচুরও চালান। শিক্ষকদের অভিযোগ, তারা ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। এই ঘটনায় কয়েকজন শিক্ষক অভিযোগ করেন, তারা শিক্ষক সমিতির সদস্যরা এবং আন্দোলনরত শিক্ষকরা শিক্ষক লাউঞ্জে বসে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বহিরাগতদের সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক ও সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদ ভবনের তালা ভাঙে। পরে তারা ওই ভবনের ভেতর শিক্ষক লাউঞ্জে হামলা চালায়। এ সময় লাউঞ্জে প্রায় ৪০ জন শিক্ষক ছিলেন। নেতাকর্মীরা লাঠি নিয়ে লাউঞ্জের দরজা ভাঙার চেষ্টা করেন। এ সময় শিক্ষকরা দরজা খুলে দেন। তারা লাউঞ্জের ভেতর ঢুকে ভাংচুর চালান। তাদের ছোড়া ইটের আঘাতে ২০ জন শিক্ষক আহত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বলছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা অনুষদ ভবনের গেট ভাঙার সময় তিনি তাদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তা শোনেনি। এই ধরনের খবরে আর কত বিস্মিত হওয়া যায়? আমরাও যেন শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। অথচ থামছে না ছাত্রলীগের তাণ্ডব।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষককে হামলা এর আগেও হয়েছে, ঘটেছে নানারকম দুর্ঘটনা, তাও ছাত্রলীগ কর্তৃকই। এরা সেই ছাত্রলীগ যারা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশকে উপেক্ষা করেও তাদের তাণ্ডব চালাতে দ্বিধা করে না। প্রকাশ্য দিবালোকে শত শত মানুষের সামনে হত্যা করে নির্দোষ বিশ্বজিৎকে। আর প্রতিবারের মতো অনুষদ ভবনের সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকলেও দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। মনে হয় ছাত্রলীগকে পুলিশ পাহাড়া দিচ্ছে। আর কোনো কাজ তাদের নেই।

এখন সামগ্রিকভাবে যে ঘটনা আবারো ঘটল, প্রশ্ন আসে তা কি চলতেই থাকবে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্দোলন হলেই কি ক্ষমতাসীন দলের ছাত্ররা ইচ্ছামতো হামলা চালাবে? কিন্তু দেশের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য, একটি সুন্দর দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে এইসব ঘটনা প্রধান প্রতিবন্ধক। আমরা সরকারকে বলতে চাই, এই ঘটনাগুলোকে প্রতিহত করুন। একটি গণতান্ত্রিক দেশে শিক্ষকরা যদি বারবার হামলার শিকার হয় তাও আবার নিজেদের শিক্ষার্থীর কাছে; তবে এর চেয়ে বেদনাদায়ক ও লজ্জার ঘটনা আর কী হতে পারে?

একটি গণতান্ত্রিক দেশে শিক্ষকরা যদি বারবার হামলার শিকার হয় তাও আবার নিজেদের শিক্ষার্থীর কাছে; তবে এর চেয়ে বেদনাদায়ক ও লজ্জার ঘটনা আর কী হতে পারে?